بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৯ নভেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো সুইজারল্যান্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা

"স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল আমাদের মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে আমাদের মুক্তির কোন নিশ্চয়তা প্রদান করেন নি, বরং আমাদের জন্য বয়আতের শর্তাবলী পূর্ণ করা আবশ্যক ..."
- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৭ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুইজারল্যান্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)। আমেলার সদস্যগণ ছাড়াও সেবারত মিশনারী (মুবাল্লেগ বা ধর্ম প্রচারক) এবং স্থানীয় শাখাসমূহের প্রেসিডেন্টগণও সভায় উপস্থিত থাকার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ উইগোল্টিঙ্গেন-এ অবস্থিত *নূর মসজিদ কম্প্লেক্স*-এর *নূর হল* থেকে অংশগ্রহণ করেন।

সত্তর মিনিটের এ সভায় ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রিপোর্ট উপস্থাপনের ও বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারির (জাতীয় প্রচার সম্পাদক) সাথে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস বলেন যে, সুইজারল্যান্ডের মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সুইজারল্যান্ডে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের সদস্যদের নিকট হতে আরও অনেক বড় প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। কখনো কখনো বলা হয় যে, ধর্মের প্রতি সুইস জাতির আকর্ষণ নেই, কিন্তু যদি আন্তরিক এবং

সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা করা হয়, আমার বিশ্বাস যে, সুইজারল্যান্ডে এমন মানুষ পাওয়া যাবে, যারা আমাদের বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং ইসলাম গ্রহণ করবেন, ইনশাআল্লাহ্।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আপনাদেরকে কেবল বড় বড় শহরগুলোতে নয়, বরং পল্লী এলাকায় বা গ্রামগুলোতে এবং ছোট শহরগুলোতেও ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হবে। অন্যান্য দেশ থেকে এসে অভিবাসন গ্রহণকারী মানুষও রয়েছেন, আর তাই আমাদেরকে তাদের কাছেও পৌঁছাতে হবে এবং তাদের মন মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের কাছে ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করতে হবে।"

হুযূর আকদাস বলেন, ইসলামকে যেভাবে মিডিয়াতে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করা হয় আর যেভাবে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন চরমপন্থী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক এর শিক্ষাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে, তাতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, উমূরে খারেজা (বহিঃসম্পর্ক) বিভাগ যেন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সুইজারল্যান্ডের নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদদের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সুসম্পর্ক থাকা উচিত, যেন তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের সাথে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে পরিচিত হন। তাহলে, ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়গুলো যখন আপনাদের দেশে অথবা আইনসভায় আলোচিত হবে, তখন সেই রাজনীতিবিদ বা অন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাদের নিজ অবস্থান থেকে ইসলামের সপক্ষে কথা বলার এবং বিদ্যমান সন্দেহ বা আপত্তিসমূহ নিরসনের জন্য কাজ করতে পারবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"উদাহরণস্বরূপ, আপনাদের দেশে মসজিদসমূহে মিনার নির্মাণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। আর তাই, আপনাদের উচিত সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্যদেরকে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা; যেন তারা সম্যক অবহিত থাকেন এবং ইসলাম-বিদ্বেষীদের যুক্তি খণ্ডন করে, এর প্রকৃত শিক্ষা তাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন।"

হুযূর আকদাস আরো বলেন যে, আহমদীদের জন্য প্রতি সপ্তাহে জুমুআর খুতবা কেবল শোনাই যথেষ্ট নয়, বরং সেটি বোঝার চেষ্টা করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদীদের জন্য প্রতি সপ্তাহে আমার খুতবা শোনাই শুধু যথেষ্ট নয়, বরং তাদের উচিত এটি অনুধাবন এবং হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। সম্ভব হলে মানুষের উচিত একাধিক বার শোনা, আর এরপর প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিকতার সাথে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, তারা এই খুতবায় বর্ণিত নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসরণ করছেন কিনা। কেবল শোনাই যথেষ্ট নয়, বরং যুগ-খলীফা যা বলেন, তা অনুসরণ করা আবশ্যকীয়।"

সভার শেষ প্রান্তে, হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা যে, যদি ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় তবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণ তাতে কতটা প্রভাবিত হবেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি স্বাভাবিক বিষয় যে, খোদা না করুন, যদি আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ সূচিত হয় তবে আমাদের জামা'তের সদস্যদেরও অন্তত সীমিত পরিসরে এর ফল ভোগ করতে হবে। যদি আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধসমূহের দিকে ফিরে তাকাই, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন, কিন্তু তারপরও, মহানবী (সা.)-এর এমন সাহাবী কি ছিলেন না যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন? সুতরাং, প্রকৃতির নিয়মকে পাশ কাটানো সম্ভব নয়। এ যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারীসমূহ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য এক সতর্কবাণী হিসেবে, এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সততার নিদর্শন স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু তারপরও, কিছু আহমদীও এসব দুর্যোগের শিকার হচ্ছেন। তবে আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে আমাদের সদস্যদের মাঝে আক্রান্তের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক কম হবে, ইনশাআল্লাহ্। যতক্ষণ আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাব, তিনি আমাদেরকে তাঁর আশিস ও অনুগ্রহের মাধ্যমে রক্ষা করবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

" আহমদী হিসেবে নিশ্চিতভাবে এটি আমাদের দায়িত্ব যে, আমরা যেন অন্যান্য মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করি যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের মত মানবজাতি আজ যে বহুমুখী পরীক্ষা ও বিপদাবলীর সম্মুখীন, তার প্রকৃত কারণ, মানবজাতি

দ্রুতগতিতে খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে। ভবিষ্যতে যদি একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহলে অন্যরা অন্তত স্মরণ করবে যে এমন একটি গোষ্ঠী ছিল যারা মানব জাতির সামনে কী আছে তা সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, আর তারপর এমনও হতে পারে যে, অবশেষে তাদের মন খোদা তা'লার দিকে ঝুঁকে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি যেভাবে বলেছি, যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করে যেতে থাকি, তবে আমাদের সদস্যগণ যে সকল দুর্ভোগের মুখোমুখি হবেন তা অনেক কম হবে, ইনশাআল্লাহ্, এবং অবশেষে ভবিষ্যতে আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অসাধারণ অগ্রগতি ও সফলতার দৃশ্যাবলী অবলোকন করবো। তবে, যদি আমাদের সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন এবং তাদের মত হয়ে যান যারা সংসারাসক্ত এবং বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত, যারা পাঁচ বেলার নামাযকে অবহেলা করেন, যারা খোদা তা'লার অধিকারসমূহ এবং একে অপরের অধিকার সমূহ আদায়ে ব্যর্থ হন, তাদের পরিণাম সেইসকল সংসারাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় হবে যাদের অনুকরণ ও অনুসরণ তারা করে থাকেন। স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল আমাদের মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতেই আমাদের মুক্তির কোন নিশ্চয়তা প্রদান করেন নি, বরং আমাদের জন্য বয়আতের শর্তাবলী পূর্ণ করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জীবন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী যাপন করা আবশ্যকীয় করেছেন। মসীহ্ মওউদ (আ.) এজন্যই বলেছেন যে, যারা সত্যিকার অর্থেই বয়আতের শর্তাবলী পূরণ করেন এবং তাঁকে মনে প্রাণে ভালোবাসেন, তারাই সেই সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করবেন।"